05 MAR 1992

তারিখ 05 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের কাগজ

79

### অভিভাবকদের দৈন্যতা উদাসীনতা, শিক্ষা উপকরণ সংকট

# হবিগঞ্জে ৬০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে

হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার পর পরই লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের বিভিন্ন জরিপের রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, জেলার ৮টি উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১ লাখ ৪৪ হাজার ৫শ' জন ছাত্র-ছাত্রীর মাত্র ৪০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পৌঁছায়। বাকি ৪০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও দশম শ্রেণীতে উঠার পূর্বেই এর হার ২০ ভাগে পৌঁছায়। তাই প্রতি বছর মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

গত বছর জেলার ৭৭৮টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের উদাসীনতা, অজ্ঞতা ও আর্থিক দৈন্যদশা এর জন্য দায়ী। পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, বিনামূল্যে বই বিতরণে অনিয়ম, ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহ ও ভবন, আবার অনেক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে ছেলেমেয়েদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, যাতায়াত সমস্যা এর প্রধান কারণ। কোন কোন এলাকার অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদেরক সহযোগী পেশায় নিয়োগ করার জন্য লেখাপড়া বন্ধ করে দেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ে যে হারে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, এ হার অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত শিশু-কিশোরই একদিন জেলার উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।